ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান পরিচিতি

Introduction to Bhawal National Park

THE WORLD BANK GROUP

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, ঢাকা

বনভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২

বন অধিদপ্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

Supported by : Strengthening Regional Co-operation for Wildlife Protection Project

www.nationalpark.gov.bd

জাতীয় উদ্যানে পর্যটকদের জন্য অনুসরণীয়ঃ

- পলিথিন ও অপচনশীল পদার্থ যত্র-তত্র না ফেলে ডাস্টবিনে ফেলবেন।
- গাছপালার ডাল ভাঙ্গা, কাটা বা অন্যকোন প্রকারে বিনষ্ট করবেন না।
- যে কোন প্রকার বন্যপ্রাণী ধরা, মারা বা উত্যক্ত করা যাবে না।
- বন্যপ্রাণীর মডেলে হাত দেয়া, আরোহন করা, নোংরা করা বা উহার কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করবেন না।
- ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ে পার্কে প্রবেশ করে গাছপালার ক্ষতিসাধন করবেন না।
- গভীর জঙ্গলের নিরাপত্তাহীন এলাকায় প্রবেশ করবেন না।
- কোমল ও বিশুদ্ধ পানীয়ের বোতল জঙ্গলে ফেলবেন না।
- মাইক বাজানো, বাজি বা পট্‌কা ফোটানো, গান-বাজনা ও দলবদ্ধভাবে হৈ-চৈ করবেন না।
- বিশ্রামাগার ব্যবহার করতে হলে পূর্ব থেকে বুকিং নিয়ে আসবেন ।
- বন্যপ্রাণীকে যে কোন ধরণের খাবার প্রদান থেকে বিরত থাকবেন।
- প্রাণীদের গায়ে ঢিল ছোঁড়া ও খোঁচা দিবেন না।
- প্রাণীর খাঁচার নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতর প্রবেশ করবেন না।
- সু-শৃঙ্খলভাবে গাড়ী পার্কিং এলাকায় গাড়ী পাকিং করবেন।
- ভ্রমণ উপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ, হাঁটার উপযোগী আরামদায়ক জুতা বা কেডস সংগে নিন।
- স্বাস্থ্যগত সাবধানতার জন্য ফাস্ট এইড বক্স সংগে রাখুন।
- থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে ভ্রমণ শুরুর আগেই নিশ্চিত হয়ে নিন।
- লেকের পানিতে গোসল করতে নামবেন না।

বিশ্রামাগারের সুসজ্জিত শয়নকক্ষ

বিশ্রামাগারের সুপরিসর ডাইনিং হল

প্রসংগ কথা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর একান্ত আগ্রহ ও নির্দেশনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে গেজেট বিজ্ঞপ্তিমূলে প্রায় ১২৫০০ (বার হাজার পাঁচশত) একর বনাঞ্চল নিয়ে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ভাওয়াল রাজের বদ্যান্যতায় প্রাপ্ত ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান মূলতঃ পাতাঝরা শাল বন। এখানে প্রায় ৩৫৬ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং ১৩২ প্রজাতির বন্যপ্রাণী সনাক্ত করা হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র সংরক্ষণের পাশাপাশি এ উদ্যান ঢাকা মহানগরীর মানুষের চিত্তবিনোদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রায় ৬.০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ পদ্ম ফুল সুশোভিত লেকে নৌকা ভ্রমন ও বড়শির সাহায্যে মাছ শিকারের সুবিধা পর্যটনের নতুন মাত্রা যোগ করে। সুউচ্চ ওয়াচ টাওয়ার, পুষ্প শোভিত লন, গোলাপ বাগান, প্রজাপতি গার্ডেন, কচ্ছপ প্রজনন কেন্দ্র, শিশু পার্ক, মিনি চিড়িয়াখানা, ফুট ট্রেইল ও হাইকিং ট্রেইল পর্যটক আকর্ষণের মূল উপাদান।

গাজীপুর এখন শিল্পনগর। শিল্প বিকাশের সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর আবাসস্থল এই গাজীপুর। শিল্পের অবকাঠামো, কালো ধুঁয়া, দূষণ-বর্জ্যে ভারাক্রান্ত এই জনপদ। ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান বন, পানি ও বায়ু দূষণ রোধে সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করছে।

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে চম্পা, অর্কিড, রজনীগন্ধা ও জেসমিন নামে ৪(চার) টি উন্নতমানের এবং শাপলা ও মালঞ্চ নামে ২(দুই) টি সাধারণ মানের বিশ্রামাগার রয়েছে। এছাড়া উদ্যানে রয়েছে আরো ১৩টি কটেজ ও ৪৭ টি পিকনিক স্পট। পর্যাপ্ত বিশ্রামাগার সুবিধা শিক্ষা, গবেষণা, ভ্রমন কিংবা বনভোজনের জন্য আগত পর্যটকদের অবস্থানকে আনন্দময় করে তোলে।

জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্তরে থাকা ব্যক্তিমালিকানাধীন বাইদ কৃষি ভূমি হস্তান্তরিত হয়ে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে পুরো এলাকার ভূ-প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এলাকার প্রকৃতি, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে সকলের সহযোগিতায় ভাওয়াল এলাকার প্রাকৃতিক শাল বন সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক।

জাতীয় উদ্যানের বুক চিরে থাকা আকাঁবাঁকা কৃষি বাইদ ভূমি উদ্যানের অখন্ডতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে অধিগ্রহণের জন্য প্রণীত প্রকল্প একনেকের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে হাতে নেয়া উদ্যানের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ পর্যটকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

আমি আশা করি এ পুস্তিকা ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান ভ্রমনের জন্য আগত শিক্ষার্থী, গবেষক ও পর্যটকদেরকে কাঙ্খিত তথ্য সরবরাহ করতে সহায়ক হবে।

মোঃ ইউনুছ আলী
প্রধান বন সংরক্ষক।

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান

উপদেষ্টা ঃ

ডঃ তপন কুমার দে
বন সংরক্ষক
বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল

সম্পাদনায় ঃ

জনাব মোঃ সাহাব উদ্দিন
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, ঢাকা

সহযোগিতায় ঃ

জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান
সহকারী বন সংরক্ষক

জনাব মোঃ বজলুর রহমান ভূঁইয়া
রেঞ্জ কর্মকর্তা
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান

জনাব মোঃ সোহেল রানা
বন্যপ্রাণী পরিদর্শক

মিসেস নিগার সুলতানা
বন্যপ্রাণী পরিদর্শক

জনাব মঞ্জুরুল আলম
বিট কর্মকর্তা
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান

ডিজাইন
আর্টিষ্ট্রি ইন্টারন্যাশনাল

মুদ্রণে
আর্টিষ্ট্রি ইন্টারন্যাশনাল
১৮৩, পানির ট্যাংকির গলি, ফকিরাপুল

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০১৪ইং

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, ঢাকা

THE WORLD BANK GROUP

সৌজন্যে : ট্রেনদেনিং রিজিওনাল কো-আপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন প্রজেক্ট।

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান

পটভূমি ঃ রাজধানী ঢাকা ও এর আশপাশ এলাকার জনগোষ্ঠীর চিত্ত বিনোদন ও ভাওয়াল অঞ্চলের প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর একান্ত আগ্রহ ও নির্দেশনায় ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সনে গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং-ওও/ ফর - ৬৬/৮১/৩১৮ তারিখ ১১/০৫/১৯৮২ মূলে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ উদ্যান স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভ্রমণকারীদের বিনোদনের নূন্যতম সুযোগ সৃষ্টি করা। ভাওয়ালের প্রাকৃতিক বনজ সম্পদের উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান ও সৌন্দর্য্যবর্ধক বৃক্ষরোপণ এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞান সম্মত গবেষনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন। বছরে প্রায় দশ লক্ষ পর্যটক এ জাতীয় উদ্যান পরিদর্শন করে থাকে।

অবস্থান ও আয়তন ঃ ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে আনুমানিক ৩০ কিঃ মিঃ উত্তরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পার্শ্বে গাজীপুর জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। মাষ্টার প্লান অনুযায়ী প্রায় ৫,০০০ হেক্টর বনাঞ্চল নিয়ে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান গঠিত হলেও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড মূলত ৯৪০ হেক্টর কোর এলাকায় সীমাবদ্ধ। ২৩০৫৫' থেকে ২৪০০০' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০০২০' থেকে ৯০০২৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এ উদ্যানের অবস্থান। ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান গাজীপুর জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলায় অবস্থিত ইহা গাজীপুর জেলা সদর থেকে প্রায় ১৩ কি.মি. উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। মোট ৩৫টি মৌজা ও ১৩৬ টি গ্রাম নিয়ে ভাওয়াল বনাঞ্চল গঠিত (বাফার জোন ও কোর জোন সহ)। উদ্যানের পশ্চিম দিক দিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ রোড, পুর্বদিকে রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট, দক্ষিণে গাজীপুর সদর এবং উত্তরে কাপাসিয়া রোড । ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান মূলতঃ পাতাঝরা শাল বনের মধ্যে প্রকৃতির অপরুপ বৈচিত্র্যে ভরপুর।

সংক্ষিপ্ত বনাঞ্চল পরিচিতি ঃ ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের প্রাকৃতিক বন "গ্রীষ্ম মন্ডলীয় আর্দ্র পত্র পতনশীল বন" (Tropical Moist Deciduous Forests) এর অন্তর্ভূক্ত। বনের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে শাল (*Shorea robusta*) ই প্রধান। স্থানীয় ভাবে একে গজারীও বলা হয়। বর্তমান শাল গাছগুলো কপিচ হতে উৎপন্ন। জাতীয় উদ্যান ঘোষণার পর হতে এ উদ্যানে বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির সংরক্ষণের কাজ চলছে। SRCWP প্রকল্পের আওতার এক জরীপে এ উদ্যানে ৩৫৬ প্রজাতির উদ্ভিদ সনাক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে, ২৪ প্রজাতির লতা (Climber), ২৭ প্রজাতির ঘাস (Herb), ৩ প্রজাতির তাল জাতীয় গাছ (Palm), ১৯ প্রজাতির গুল্ম (Shrub), এবং ৪৩ প্রজাতির বৃক্ষ (Tree)। উক্ত জরিপে ১৩২ প্রজাতির প্রাণীও সনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে স্তন্যপায়ী ১৮ প্রজাতি, সরীসৃপ ১৯ প্রজাতি, পাখি ৮৪ প্রজাতি এবং উভচর ১১ প্রজাতির।

ভূ- প্রকৃতি, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান ভাওয়াল গড়ের অংশবিশেষ। এখানকার মাটির রং ধুসর যার মুল কারণ হচ্ছে মাটিতে অম্লত্বের পরিমান বেশি (পিএইচ ৫.৫)। তাপমাত্রা ১৭.৭০°সেঃ থেকে ৩৪.৩০° সেঃ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এপ্রিল মাসে ৩৪.৩০° সেঃ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা জানুয়ারীতে ১১.৭০° সেঃ। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত সর্বনিম্ন ৩.৪ মি.মি. ডিসেম্বর মাসে এবং সর্বোচ্চ ৩৩৯ মি.মি. আগষ্ট মাসে।

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের গজারী বন

উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী ঃ

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের লেক ভিউ

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান মূলত একটি পাতাঝরা শাল বন যা অন্যান্য বনের চেয়ে ব্যতিক্রম। এ বনের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে শীতকালে পাতা ঝরে যায় এবং পাতা মাটিতে মিশে ও পঁচে হিউমাস তৈরী হয় ফলে মাটি তার উর্বরতা ফিরে পায়। মাটি উর্বর হওয়ার ফলে এখানে মূল শাল বৃক্ষের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ফলজ, বনজ এবং বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গাছ জন্মায়। জলবায়ুর পরিবর্তনে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে জীববৈচিত্র্য বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন। অনেক প্রজাতির বৃক্ষ এবং বন্যপ্রাণী ইতিমধ্যে উদ্যান থেকে হারিয়ে গেছে পলাশ, করই, শিমূল সহ অনেক গাছ। একসময় ভাওয়াল বনে প্রচুর পরিমানে ময়ূর দেখা যেত যা এখন আর দেখা যায় না। উদ্যান এলাকার ধলীপুকুর ও নিকলাই পুকুরে এবং উদ্যানের লেকের মধ্যে শীতকালে অতিথি পাখি যেমন বালিহাঁস, সরালী, হটটিটি ও খঞ্জন দেখা যায় যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি মানুষের চিত্তবিনোদনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এ সকল সম্পদ বা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা না হলে দেশের প্রথম জাতীয় উদ্যানের ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে।

উদ্ভিদ বৈচিত্র্য ঃ

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। এই বনের প্রধান উদ্ভিদ হল শাল/গজারী (*Shorea robusta*)। এই উদ্যানে ৫২ পরিবার ও ১৪৭ গোত্রের আওতায় ৩৫৬ প্রজাতির উদ্ভিদ এ পর্যন্ত সনাক্ত করা হয়েছে। শাল (গজারী) ব্যতীত অন্যান্য যে প্রজাতির উদ্ভিদ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উলেখযোগ্য হল জিগা, আলই, মেহগনি, আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস, কড়ই, বট, জাম, আমলকি, হরিতকি, বহেরা ইত্যাদি। আমলকি, হরিতকি, বহেরা হরিণের প্রিয় খাবার। ঝোপ জাতীয় গাছের মধ্যে ছন, বেত ও মুরতা, মটমট্যা (বনতুলশী) গাদিলা গাছ, দাঁতই গাছ, আইল্যা পাতা, লাংগল্যা লতা, গীলা লতা, পাইন্যা লতা, কালী লতা, বংকই লতা উল্লেখযোগ্য।

ঔষধি গাছের মধ্যে তুনকা, পলাশ, লজ্জাবতী, শতমুল, অনন্তমুল,অর্জুন, চতরা পাতা, বিলাইচিমটি, চাপাত্যা, ভাজনা, ওলবরই, পতপতল্যা, শুন্যলতা, খরগোচ্ছা, পেলাগোটা, কলাকুচা, হাতিয়া কাকরোল, দুর্বা, থানকুনী গাছ, রসুন, চাইল্যার গুরী, আমলকি, হরিতকি, বহেরা, আন্নিগোটা, চুটকি, আনই, মনকাটা, ভংগুল গোটা, বেতগোটা, ইন্দ্রজব বা উড়িষ্যার কটুজ যা স্থানীয় ভাবে ডায়াবেটিস, রক্ত পরিস্কার ও যৌন সমস্যায় ব্যবহার করা হয়। সব্জীর মধ্যে কেন্দুয়া, জংগলী আলু, গইচ্যা আলু, লাল ও সাদা খাড়া আলু ও শিকড়া আলু ইত্যাদি। প্রায় ২০% বাফার জোন সহ বনভূমিতে বনায়ন করা হয়েছে আবার প্রাকৃতিকভাবে কপিস্ সংরক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে গজারী গাছ পুনঃ বনায়নে সহায়তা করছে।

প্রাণী বৈচিত্র্য ঃ

বড় হলদে বাদুড়

প্রাণী বৈচিত্র্যের জন্য ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান বেশ উপযোগী। ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে ১৩২ প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী রয়েছে। এই ১৩২ প্রজাতির মধ্যে ১৮ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ১৯ প্রজাতির সরীসৃপ, ১১ প্রজাতির উভচর সহ ৮৪ প্রজাতির পাখি বিদ্যমান। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে একসময় বাঘ, হরিণ প্রচুর পরিমানে ছিল যা আবাসস্থল বিনষ্ট ও শিকারের জন্য হারিয়ে গেছে যদিও কিছু মাঝারি ও ছোট ধরনের প্রানীর আধিক্য দেখা যায়। তাছাড়া বানর, বেজী, কাঠবিড়ালী, শিয়াল, বনবিড়াল, বন্যশুকর বেশী দেখা যায় এবং সজারু ও হরিণ বর্তমানে কম পরিমানে দেখা যায়। সরীসৃপের মধ্যে দাড়াস, ঢোড়া, গোখরা, লিজার্ড, গুইসাপ ইত্যাদি বেশী দেখা যায়। উভচর প্রানীর মধ্যে গেছোব্যাঙ, ঘাউরা ব্যাঙ, সোনাব্যাঙ এবং জলাধারে কচ্ছপ ও কাঁকড়া পাওয়া যায়। ৮৪ প্রজাতির পাখির মধ্যে বর্তমানে শালিক, রামশালিক, চড়ুই, পেঁচা, টিয়া, হরিগল, লালচিল, বড় বক , দোয়েল, ঘুঘু, হটটিটি উল্লেখযোগ্য। শীতকালে পুকুরগুলোতে বালিহাঁস ও সরালী দেখা যায়। অতীতে বাঘ, হরিণ, বনমোরগ, বন্যশুকর, বনমহিষ, বানর, হনুমান, হেজা, শিয়াল, বনবিড়াল, উদ এসকল জীববৈচিত্র্য বেশী পরিমানে দেখা যেত। বর্তমানে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে অনেক প্রজাতিই হারিয়ে গেছে।

ইরাভাদি কাঠবিড়ালী

ছোট ইন্ডিয়ান বেজি

বানর

মেটে বনাবাবিল

কালা ফিঙে

স্তন্যপায়ী ঃ তাঙ্গাল জাতীয় উদ্যানের স্তন্যপায়ী প্রজাতির প্রাণী।

No.	বাংলা নাম	Species Name	Scientific Name
1.	ইরাভাদি কাঠবিড়ালী	Irrawaddy Squirrel	*Callosciurus pygerythrus*
2.	বন বিড়াল	Jungle Cat	*Felis chaus*
3.	খেক শিয়াল	Bengal Fox	*Vulpes bengalensis*
4.	পাতি শিয়াল	Asistic Jackal	*Canis aureus*
5.	কলাবাদুড়	Indian Flying Fox	*Pteropus giganteus*
6.	বাদুড়	False Vampire Bat	*Megaderma lyra*
7.	বানর	Rhesus Macaque	*Macaca mulatta*
8.	ছোট ইন্ডিয়ান বেজি	Small Indian Mongoose	*Herpestes auropunctatus*
9.	বড় বেজি	Common Mongoose	*Herpestes edwardsii*
10.	বড় বাগডাশ	Large Indian Civet	*Viverra zibetha*
11.	খাটাশ	Small Indian Civet	*Viverricula indica*
12.	গন্ধগোকুল	Common Palm Civet	*Paradoxurus hermaphroditus*
13.	বুনো শুকর	Wild Boar	*Sus scrofa*
14.	মায়া হরিণ	Barking Dear	*Muntiacus muntijak*
15.	চিত্রা হরিণ	Spotted Deer	*Axis axis*
16.	সজারু	Brush-tailed Porcupine	*Atherurus macrourus*
17.	ইঁদুর	House Rat	*Rattus rattus*
18.	গেছো ইঁদুর	Long Tail Tree Mouse	*Vandeleuria oleracea*

পাখি ঃ তাওয়াল জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন প্রজাতির পাখি।

No.	বাংলা নাম	Species Name	Scientific Name
1.	মেটে বনাবাবিল	Ashy Wood Swallow	*Artamus fuscus*
2.	এশীয় কোকিল	Asian Koel	*Eudynamys scolopacea*
3.	কালা ফিঙে	Black Drongo	*Dicrurus macrocercus*
4.	কালামাথা বেনেবৌ	Black-hooded Oriol	*Oriolus xanthornus*
5.	ভুবন চিল	Black Kite	*Milvus migrans*
6.	শঙ্খ চিল	Brahmini Kite	*Haliastur indus*
7.	ব্রোঞ্জ ফিঙে	Bronzed Drongo	*Dicrurus aeneus*
8.	খয়রা লাটোরা	Brown Shrike	*Lanius cristatus*
9.	খয়রালেজ কাঠ শালিক	Chest-nut-tailed Starling	*Sturnus malabaricus*
10.	খয়রালেজ বগলা/নল ঘোঙ্গা	Cinnamon Bittern	*Ixobrychus cinnamomeus*

এশীয় কোলিল

পাতি মাছরাঙ্গা

খয়রা হাড়ি চাচা

মেটে মাথা কুরাঙ্গিগল

11.	পাতি ফটিকজল	Common Iora	*Aegithina tiphia*
12.	পাতি মাছরাঙ্গা	Common Kingfisher	*Alcedo atthis*
13.	ভাত শালিক	Common Myna	*Acridotheres tristis*
14.	কালচে ফুলকি	Dusky Warbler	*Phylloscopus fuscatus*
15.	ইউরেশীয় কণ্ঠী ঘুঘু	Eurasian Collared Dove	*Streptopelia decaocto*
16.	ফুলঝুরি	Flower Pecker	*Dicaeidae*
17.	বাতাবি কাঠকুড়ালী	Fulvous-breasted Woodpecker	*Dendrocopos macei*
18.	মেটেমাথা ক্যানারিচুটকি	Gray-headed Canary Flycatcher	*Culicicapa ceylonensis*
19.	মেটেমাথা কুরাঙ্গল	Gray-headed Fish Eagle	*Ichthyophaga ichthyaetus*
20.	উড় তিত	Great Tit	*Parus major*
21.	বড় গুটিঙ্গল	Greater Spotted Eagle	*Aquila clanga*
22.	মেটে পিঠ লাটোরা	Grey-backed Shrike	*Lanius tephronotus*

কালামাথা বেনে বৌ

ভাত শালিক

বাংলা বুলবুল

ইউরেশীয় কণ্ঠী ঘুঘু

23.	নীল কণ্ঠ	Indian Roller	*Coracias benghalensis*
24.	বন ছাতরে	Jungle Babbler	*Turdoides striatus*
25.	দাড়ঁ কাক	Jungle Crow	*Corvus macrorhynchos*
26.	ঝুটি শালিক	Jungle Myna	*Acridotheres fuscus*
27.	বড় বনলাটোরা	Large Woodshrike	*Tephrodornis gularis*
28.	ল্যাঞ্জা লাটোরা	Long-tailed Shrike	*Lanius schach*
29.	দোয়েল	Oriental Magpie Robin	*Copsychus saularis*
30.	তিলা মুনিয়া	Scaly-breasted Muniya	*Lonchura punctulata*
31.	তাল বাতাসি	Palm Swift	*Cypsiurus balasiensis*
32.	পাকড়া শালিক	Pied Myna	*Sturnus contra*
33.	দেশি কানি বগ	Pond Heron	*Ardeola grayii*
34.	বেগুনি কোমর মৌটুসি	Purple Sunbird	*Leptocoma zeylonica*
35.	বাংলা বুলবুল	Red-vented Bulbul	*Pycnonotus cafer*
36.	খয়রা হাড়িচাচা	Rufous Treepie	*Dendrocitta vagabunda*
37	ছোট সাহেলি	Small Minivet	*Pericrocotus cinnamomeus*
38.	চড়ুই	House Sparrow	*Passer domesticus*
39.	তিলা ঘুঘু	Spotted Dove	*Streptopelia chinensis*
40.	দাগিগলা কাঠকুড়ালি	Streak-throated Woodpecker	*Picus xanthopygaeus*
41.	ঠুনটুনি	Common Tailorbird	*Orthotomus sutorius*
42.	টাইগা চুটকি	Taiga Flycatcher	*Ficedula albicilla*
43.	ধলা খঞ্জন	White Wag Tail	*Motacilla alba*
44.	ধলাগলা মাছরাঙ্গা	White-throated Kingfisher	*Halcyon smyrnensis*
45.	ধলাকোমর শামা	White Rumped Shama	*Copsychus malabaricus*
46.	টিয়া	Rose Ringed Parakeet	*Psittacula krameri*
47.	ছোট পানকৌড়ি	Little Cormorant	*Phalacrocorax niger*
48.	ছোট বগা	Little Egret	*Egretta garzetta*
49.	গো-বক	Cattle Egret	*Bubulcus ibis*
50.	পাতি হুদহুদ/মোহনচুড়া	Common Hoopoe	*Upupa epops*

বেগুনী কোমর মৌটুসি

বাতাবি কাঠকুড়ালী

সরীসৃপ :

No.	বাংলা নাম	Species Name	Scientific Name
1.	রাম কাছিম/বড় কাইট্টা	Common River Terrapin	*Batagur baska*
2.	কড়ি কাইট্টা	Indian Roofed Turtle	*Pangshura tecta*
3.	কালো কাছিম	Black Pond Turtle	*Geoclemys hamiltonii*
4.	রক্তচোষা	Common Garden Lizard	*Calotes versicolor*
5.	তক্ষক	Gecko	*Gekko gecko*
6.	টিকটিকি	Spotted House Lizard	*Hemidactylus frenatus*
7.	খসখসে টিকটিকি	Brook's House Gecko	*Hemidactylus brookii*
8.	গুই সাপ	Bengal Monitor	*Varanus bengalensis*
9.	সোনা গুঁই	Yellow Monitor Lizard	*Varanus flavescens*
10.	দারাজ/দামান	Indian Rat Snake	*Ptyas mucosa*
11.	ফুল গোখরা	Spectacled Cobra	*Naja naja*
12.	দাগি ঢোঁড়া মাইট্টা সাপ	Striped Keelback	*Amphiesma stolatum*
13.	ঢোঁড়া সাপ	Checkered Keelback	*Xenochrophis piscator*
14.	লাউডগা সাপ	Common Vine Snake	*Ahaetulla nasuta*
15.	কাল কেউটে	Common Krait	*Bungarus caeruleus*

দারাজ সাপ

কড়ি কাইট্টা

গুই সাপ

উভচর :

No.	বাংলা নাম	Species Name	Scientific Name
1.	কুনো ব্যাঙ	Common Toad	*Duttaphrynus melanostictus*
2.	সোনা ব্যাঙ	Indian Bull Frog	*Hoplobatrachus tigerinus*
3.	লাগানো ব্যাঙ	Sticky Frog	*Kalophrynus interlineatus*
4.	বার্মিস মাইক্রোহাইলিড ব্যাঙ	Berdmore's Microhylid Frog	*Microhyla berdmorei*
5.	ভাসা ব্যাঙ/কটকটি ব্যাঙ	Skipping Frog	*Euphlyctis cyanophlycits*
6.	ঝিঁঝিঁ ব্যাঙ	Cricket Frog	*Fejervarya limnocharis*
7.	মুরগি ডাকা ব্যাঙ	Cope's Frog	*Sylvirana leptoglossa*
8.	বেলুন ব্যাঙ	Ballon Frog	*Uporodon globulasus*
9.	গেছো ব্যাঙ	Marsh Frog	*Hyla annectans*

বেলুন ব্যাঙ

কুনো ব্যাঙ

জাতীয় উদ্যানে বনায়ন কার্যক্রম :

নাগেশ্বর

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের পাশাপাশি খালি জায়গায় ও খননকৃত লেকের পাড়ে দেশী-বিদেশী প্রজাতির মূল্যবান কাঠ ও শোভাবর্ধনকারী ৬০ প্রজাতির বৃক্ষ, ৪ প্রজাতির বেত ও ৭ প্রজাতির বাশেঁর চারা রোপণ করা হয়েছে। উদ্যানে আরো অনেক প্রজাতির বনজ, ফলজ ও ঔষধি চারা রোপণের সুযোগ রয়েছে। বন্য পশু পাখির খাদ্য ও আবাসস্থল উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, জলপাই, সোনালু, কামরাঙ্গা, তেতুল, আমলকি, নিম, ঘোড়া নিম, হরিতকি, বহেরা, জারুল, বট, মহুয়া, ডেউয়া, অর্জুন, কড়ই, ডুমুর উল্লেখযোগ্য।

ভুদুম বাঁশ

ক্রিসমাস ট্রি

গুস্টাডিয়া

স্থানীয় জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন :

স্থানীয় জনগোষ্ঠির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার বয়ে এনেছে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান। এই উদ্যানের সন্নিহিত এলাকায় বসবাসরত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সোপান এই জাতীয় উদ্যান। প্রতি বছর পিকনিকের সময়ে দূর-দূরান্ত থেকে প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের ঢল নামে। বেড়াতে আসা এসব মানুষের বিনোদন ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে স্থানীয় জনগণ এখানে দোকান পাট স্থাপনসহ নানাবিধ ব্যবসায় জড়িত হয়। তারা তাদের হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, কৃষিজাত পণ্য ইত্যাদি পর্যটকদের নিকট বিক্রি করেন। স্থানীয় মহিলারাও পর্যটকদেরকে নানাবিধ কাজে সহযোগিতা করে আর্থিকভাবে লাভবান হন। কর্মসংস্থান ছাড়াও বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের আয়, বাড়ছে তাদের জীবনমান। সৃজিত বাগানের উপকারভোগীগণ পাচ্ছেন নগদ লভ্যাংশ। লভ্যাংশের টাকায় তারা বেছে নিয়েছে সম্মানজনক আয় বর্ধক কার্যক্রম।

বন বিশ্রামাগার, কটেজ ও পিকনিক স্পট ভাড়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের ৪ নং গেইট

বিশ্রামাগার, কটেজ ও পিকনিক স্পট যে কেউ সারা দিনের জন্য ভাড়া নিতে পারে। **রাত্রিতে থাকার জন্য কোন বিশ্রামাগার, কটেজ বা স্পট ভাড়া দেওয়া হয় না। তাই সন্ধ্যার পূর্বেই দর্শনার্থীদের ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান ত্যাগ করতে হয়।** কোন ব্যক্তি বা সংস্থা বিশ্রামাগার, কটেজ বা পিকনিক স্পট ভাড়া নিতে চাইলে নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা-এর নিকট রক্ষিত তালিকা দেখে পছন্দমত বিশ্রামাগার, কটেজ, পিকনিক স্পট বুক করতে পারেন। এ জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট লিখিত আবেদন করতে হয়। ইচ্ছা করলে নির্ধারিত তারিখের ২ (দুই) মাস পূর্বেও লিখিত আবেদনের মাধ্যমে বুকিং নেয়া যায়।

তবে স্পট ব্যবহারের নির্ধারিত তারিখের ৭ (সাত) দিন পূর্বে সমস্ত টাকা পরিশোধ করে রশিদ সংগ্রহ করতে হয়। বিভাগীয় বন কর্মকতার দপ্তর, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা অথবা জাতীয় উদ্যান রেঞ্জ কার্যালয়, ভাওয়াল হতে সরকার নির্ধারিত হারে রাজস্ব জমা দিয়ে স্পটসমূহ পর্যটকগণ ব্যবহার করতে পারেন। রাজস্ব পরিশোধের পর তা ফেরত দেয়া হয় না। সাধারণত শীত মৌসুমে সরকারী ছুটির দিনসমূহে অনেক রেস্টহাউস, কটেজ ও পিকনিক স্পট দুই এক মাস পূর্বেই বুকিং হয়ে যায়। পিকনিকে আগত পর্যটকদেরকে স্থানীয় গরীব শ্রেণীর মানুষ তাদের শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করে এবং এ থেকে তারা আর্থিকভাবে উপকৃত হয়। প্রতিটি রেষ্ট হাউজের ভাড়া অফ পিক সময়ে (১৬ মার্চ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত) পিক সময়ের তুলনায় (১ নভেম্বর থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত) অর্ধেক। প্রতি বছর উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট বিশ্রামাগার ছাড়া অন্যান্য স্থাপনা সমূহ ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিশ্রামাগার ও সিনেমা শুটিং এর নির্ধারিত ভাড়া/ফি সরাসরি রাজস্ব হিসাবে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করেন। প্রবেশ ফি, গাড়ি পার্কিং ফি সহ অন্যান্য স্থাপনার ফি নিয়োজিত ইজারাদার সংগ্রহ করে থাকেন।

পর্যটকদের জন্য সুবিধাদি :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে সারা বছর পর্যটকদের আগমন ঘটে। তবে শীতকালে বিশেষ করে সরকারী ছুটির দিনগুলিতে পর্যটকদের বেশ ভিড় পরিলক্ষিত হয়। শহরের কোলাহল ছেড়ে প্রকৃতির কোলে বেড়াতে আসা পর্যটকদের জন্য ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে রয়েছে বিনোদনের নানা ব্যবস্থা। চিত্তবিনোদন, শিক্ষা সফর ও প্রকৃতি উপভোগ করার জন্য রয়েছে সুদীর্ঘ লেক, পদ্ম পুকুর, পিকনিক স্পট, মিনি চিড়িয়াখানা, হাইকিং ট্রেইল, ওয়াচ টাওয়ার, বাটার ফ্লাই গার্ডেন, কচ্ছপ প্রজনন কেন্দ্র, শিশু পার্ক ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে লেকে নৌকা ভ্রমণ ও মাছ ধরার সুযোগ। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট থেকে আগত শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য রয়েছে মাঠ প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ।

সরকারী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ বুকিং বাতিল কিংবা পরিবর্তন করতে পারেন

যোগাযোগের ঠিকানা :

(ক) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, বনভবন (৫তলা), মহাখালী, ঢাকা-১২১২, ফোন : ০২-৯৮৯৯৪৯৭
ই-মেইল- wildlifedhaka@yahoo.com
ওয়েব : www.nationalpark.gov.bd, www.bforest.gov.bd
Facebook :- Wildlife Management and Nature Conservation Division, Dhaka

(খ) রেঞ্জ কর্মকর্তার কার্যালয়, ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর।

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের
বিশ্রামাগার, কটেজ ও পিকনিক স্পট এর ভাড়ার তালিকা

১ নভেম্বর হতে ১৫ মার্চ পর্যন্ত

ক্রঃ নংঃ	বিশ্রামগার/কটেজ	মূল্য/ভাড়া	ভ্যাট(১৫%)	সর্বমোট
১।	চম্পা বিশ্রামাগার	১১০০০.০০/-	১৬৫০.০০/-	১২৬৫০.০০/-
২।	জেসমিন বিশ্রামাগার	৮৮০০.০০/-	১৩২০.০০/-	১০১২০.০০/-
৩।	অর্কিড বিশ্রামাগার	৭৭০০.০০/-	১১৫৫.০০/-	৮৮৫৫.০০/-
৪।	রজনীগন্ধ্যা বিশ্রামাগার	৭৭০০.০০/-	১১৫৫.০০/-	৮৮৫৫.০০/-
৫।	শাপলা বিশ্রামাগার	৩৩০০.০০/-	৪৯৫.০০/-	৩৭৯৫.০০/-
৬।	মালঞ্চ বিশ্রামাগার	১৬৫০.০০/-	২৪৭.০০/-	১৮৯৭.০০/-

কটেজ

ক্রঃ নংঃ	বিশ্রামগার/কটেজ	মূল্য/ভাড়া	ভ্যাট(১৫%)	সর্বমোট
১।	কটেজ-১	৮৮০.০০/-	১৩২.০০/-	১০১২.০০/-
২।	কটেজ-২	৮৮০.০০/-	১৩২.০০/-	১০১২.০০/-
৩।	গোলাপ কটেজ	৮৮০.০০/-	১৩২.০০/-	১০১২.০০/-
৪।	মাধুরী কটেজ	৮৮০.০০/-	১৩২.০০/-	১০১২.০০/-
৫।	বকুল কটেজ	৮৮০.০০/-	১৩২.০০/-	১০১২.০০/-
৬।	জুঁই কটেজ	৮৮০.০০/-	১৩২.০০/-	১০১২.০০/-
৭।	চামেলী কটেজ	৮৮০.০০/-	১৩২.০০/-	১০১২.০০/-
৮।	বেলী কটেজ	৮৮০.০০/-	১৩২.০০/-	১০১২.০০/-
৯।	আনন্দ-৩ কটেজ	৬৬০.০০/-	৯৯.০০/-	৭৫৯.০০/-
১০।	আনন্দ-২ কটেজ	৬৬০.০০/-	৯৯.০০/-	৭৫৯.০০/-
১১।	আনন্দ-১ কটেজ	৬৬০.০০/-	৯৯.০০/-	৭৫৯.০০/-
১২।	শ্রান্তি কটেজ	৬৬০.০০/-	৯৯.০০/-	৭৫৯.০০/-
১৩।	কেয়া কটেজ	৬৬০.০০/-	৯৯.০০/-	৭৫৯.০০/-

*** অফপিক সময়ে অর্থাৎ ১৬ই মার্চ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ভাড়া অর্ধেক**

প্রবেশ ফি :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের জন্য মূলত : ৬ (ছয়)টি প্রবেশ দ্বার রয়েছে।

প্রতিজন পর্যটককে ১০ (দশ) টাকা হারে প্রবেশ ফি প্রদান করে জাতীয় উদ্যানে প্রবেশ করতে হয়।

১। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য = ১০.০০ টাকা

২। ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য = ০৫.০০ টাকা

৩। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য = ০৪.০০ টাকা

পিকনিক স্পট

ক্রঃ নংঃ	পিকনিক স্পট/ সেড	ভাড়ার হার	ভ্যাট (১৫%)	সর্বমোট
১	সোনালু	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
২	পলাশ	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
৩	কাঞ্চন	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
৪	মহুয়া	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
৫	শিমূল-১	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
৬	শিমূল-২	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
৭	শিউলী-১	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
৮	শিউলী-২	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
৯	নিরিবিলি-১	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
১০	নিরিবিলি-২	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
১১	নিরিবিলি-৩	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
১২	নিরিবিলি-৪	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
১৩	বনশ্রী-১	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
১৪	বনশ্রী-২	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
১৫	বনশ্রী-৩	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
১৬	বনশ্রী-৪	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
১৭	বনরূপ-১	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
১৮	বনরূপ-২	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
১৯	বনরূপ-৩	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
২০	কদম	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
২১	অবকাশ-১	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
২২	অবকাশ-২	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
২৩	অবকাশ-৩	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
২৪	অবকাশ-৪	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
২৫	অবকাশ-৫	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
২৬	অবকাশ-৬	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
২৭	অবকাশ-৭	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
২৮	অবকাশ-৮	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
২৯	অবকাশ-৯	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
৩০	অবকাশ-১০	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-
৩১	আনন্দ-১	৫৫০.০০/-	৮২.৫০/-	৬৩২.৫০/-

* শুধুমাত্র সূর্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের জন্য রেষ্টহাউজ, কটেজ ও পিকনিক স্পট ভাড়া দেয়া হয়।

গাড়ী পার্কিং ফি :

উদ্যান এলাকায় যত্রতত্র গাড়ী পার্কিং করা যায় না। উদ্যানের কোর এলাকার অভ্যন্তরে গাড়ী পার্কিং এর জন্য নিয়োজিত ইজারাদার গাড়ী ভেদে পার্কিং ফি আদায় করে থাকে যা নিম্নরূপ।

১। বড় বাস/গাড়ী/ ট্রাক প্রতিটি	=	২০০.০০ টাকা
২। মাইক্রোবাস/মিনিবাস/পিকআপ প্রতিটি	=	১০০.০০ টাকা
৩। প্রাইভেট কার/জীপ প্রতিটি	=	৬০.০০ টাকা
৪। মটর সাইকেল/ রিক্সা প্রতিটি	=	৫.০০ টাকা
৫। বেবীটেক্সি /ঘোড়ার গাড়ী	=	২০ .০০ টাকা

অন্যান্য ফি :

বড়শিতে মাছধরা ফি (প্রতি ছিপ)	= ৩৫০.০০ টাকা
বোট রাইডিং ফি (ছোট, মাঝারী ও বড় নৌকা)	= ২০, ৪০, ৬০ টাকা প্রতি ঘন্টা
সিনেমা শুটিং ফি (প্রতিদিন)	= ৫০০০ টাকা+ভ্যাট

বন বিশ্রামাগারের বর্ণনা ও পর্যটক সুবিধাদি ঃ

১। চম্পা :

তিন দিকে লেক বেষ্টিত এটি জাতীয় উদ্যানের প্রধান ভি.আই.পি বিশ্রামাগার। এ বিশ্রামাগারে বাথরুমসহ ৪ (চার) টি এসি বেডরুম, সুপরিসর ড্রইং রুম, বিশাল লবি ও খোলা বারান্দা আছে। সামনে আছে সুবিশাল খোলা মাঠ। এতে এক হাজারের অধিক পর্যটকের বনভোজনের সুবিধা রয়েছে। সামনের লেকে দর্শনীয় শাঁন বাধানো ঘাট আছে। Boat Landing Station, Angling এর জন্য নির্ধারিত স্থান। মনোরম শোভাবর্ধনকারী দুর্লভ দেশী-বিদেশী গাছের বাগান একে আরো আকর্ষণীয় করেছে। রেষ্ট হাইজের নীচে সব ঋতু উপযোগী ডাইনিং প্লেসের সুবিধা আছে।

চম্পা ভি আই পি বিশ্রামাগার

চম্পা বিশ্রামাগার সংলগ্ন খোলা মাঠ

২। অর্কিড :

এ রেস্ট হাউসে এসি ও এটাস্টড বাথসহ ৪টি বড় বড় রুম রয়েছে। এসিসহ বিশাল ডাইনিং রুম ও লবি রয়েছে। বসার জন্য সামনে খোলা বারান্দা ও পাশে লেক ও একটি মনোরম পরিবেশ লেক সংলগ্ন বাধানো ঘাট Boat Landing Station ও Angling এর জন্য নির্ধারিত স্থান। রয়েছে। চারিদিকে নানা প্রজাতির ফুলের বাগান এবং রয়েছে শোভাবর্ধনকারী গাছের সারি। রেষ্ট হাইজের নীচে সব ঋতু উপযোগী ডাইনিং প্লেসের সুবিধা আছে।

অর্কিড ভি আই পি বিশ্রামাগার

৩। রজনীগন্ধা :

রজনীগন্ধা ভি আই পি বিশ্রামাগার

এ রেস্ট হাউসে ৪টি বেডরুম রয়েছে। এর ২টি এসি, ২টি নন-এসি রুমসহ বিশাল ডাইনিং রুম। দোতালায় বিশাল খোলা বারান্দা রয়েছে। সামনে বিশাল খোলা মাঠ, এবং শোভাবর্ধনকারী গাছের বাগান ও চার দিকে শাল বন রয়েছে। রেষ্ট হাইজের নীচে সব ঋতু উপযোগী ডাইনিং প্লেসের সুবিধা আছে।

৪। জেসমিন :

এ রেস্ট হাউস আয়তনে বেশ বড়। এতে এটাস্ট বাথসহ ৬টি বেডরুম রয়েছে। ৪টি বেডরুমে এসি আছে। সামনে বারান্দাসহ ১টি বড় ড্রইং রুম, বিশাল খোলা বারান্দা আছে। পাশে শান বাঁধানো ঘাটসহ মনোরম লেক রয়েছে। লেকে Boat Landing Station, Angling এর সুবিধা রয়েছে। চারদিকে শালবন ও সম্মুখে শোভাবর্ধনকারী গাছের বাগান রয়েছে। রেষ্ট হাইজের নীচে সব ঋতু উপযোগী ডাইনিং প্লেসের সুবিধা আছে।

জেসমিন ভি আই পি বিশ্রামাগার

৫। শাপলা :

শাপলা বন বিশ্রামাগার

লেক সংলগ্ন দৃষ্টিনন্দন তিন (৩) তলা এ রেস্ট হাউসে এটাস্টড বাথসহ ৩টি বেডরুম রয়েছে। রেষ্টহাউস সংলগ্ন ওভাল সেপড গোলাপ বাগান রয়েছে। সামনে বারান্দাসহ আরো দুইটি রুম আছে। সামনে বিশাল খোলা মাঠ এবং পাশে লেক রয়েছে। রেষ্ট হাইজের নীচে সব ঋতু উপযোগী ডাইনিং প্লেসের সুবিধা আছে।

৬। মালঞ্চ :

এ বিশ্রামাগারটি সবচেয়ে পুরাতন। এটিতে ২টি এটাস্টড বাথসহ ২টি বেডরুম এবং সম্মুখে একটি ড্রইং রুম রয়েছে। পাশে শোভাবর্ধনকারী বাগান এবং খোলা মাঠ ও ঘাটলাসহ পুকুর এবং অন্য পাশে লেক ও Boat Landing Point রয়েছে। ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান প্রকল্পে মালঞ্চ বিশ্রামাগারের জায়গায় নতুনভাবে একটি ভি.আই.পি বিশ্রামাগার তৈরীর পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

মালঞ্চ বন বিশ্রামাগার

কটেজসমূহ :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে দর্শনার্থীদের ব্যবহারের জন্য মনোরম সবুজ পরিবেশ ১৩(তের) টি বিভিন্ন আকৃতির কটেজ রয়েছে। কটেজগুলিতে সচরাচর ২টি রুম ও সরবরাহ লাইনে পানির সুবিধাসহ বাথরুম রয়েছে। কয়েকটি কটেজে ১টি রুম ও বাথরুম রয়েছে।

কটেজ-১ : ইহা চম্পা ভিআইপি বিশ্রামাগার সংলগ্ন। এটাষ্ট বাথসহ ২টি বেডরুম আছে। সামনে লেক এবং খেলার মাঠ আছে। এছাড়া পানির সুব্যবস্থা রয়েছে।

কটেজ-১

কটেজ-২

কটেজ-২ : এতে এটাষ্ট বাথসহ ২টি বেডরুম রয়েছে। সম্মুখে লেক, পদ্ম পুকুর, খোলা মাঠ এবং পানির সুব্যবস্থা আছে।

জুই কটেজ : ইহা শাপলা বিশ্রামাগার সংলগ্ন। এতে ২টি বেডরুম এবং সাথে ১টি বাথরুম রয়েছে। সামনে লেক, ঘাটলা এবং ১টি গোলাপ বাগান রয়েছে।

জুঁই কটেজ

চামেলী কটেজ

চামেলী কটেজ : ইহা অর্কিড রেষ্টহাউজ নিকটবর্তী। এতে ২টি বেডরুম এবং ১টি বাথরুম রয়েছে। এছাড়া পানির সুব্যবস্থা আছে।

বেলী কটেজ : ইহা অর্কিড রেষ্টহাউজ নিকটবর্তী। এতে ২টি বেডরুম এবং ১টি বাথরুম রয়েছে সাথে লেক এবং লেকের পাড়ে বসার বেঞ্চ আছে। এছাড়া পানির সুব্যবস্থা রয়েছে।

কেয়া কটেজ : কেয়া কটেজে ১টি রুম, ১টি বাথরুম, একটি কমন রুম এবং পানির সুব্যবস্থা রয়েছে। সামনে সবুজ অরণ্য।

শ্রান্তি কটেজ : এতে ২টি বেডরুম এবং বাথরুম রয়েছে। এছাড়া পানির সুব্যবস্থা রয়েছে। ইহা শিশু পার্ক এবং প্রজাপতি গার্ডেন সংলগ্ন।

শ্রান্তি কটেজ

গোলাপ কটেজ

গোলাপ কটেজ : ইহা জেসমিন বিশ্রামাগার সংলগ্ন। এতে আসবাবপত্র সহ ২ টি বেডরুম এবং ১টি বাথরুম রয়েছে। লেক নিকটবর্তী এ কটেজের সম্মুখে রয়েছে বিশাল সবুজ অরণ্য।

বকুল কটেজ : এতে ২টি বেডরুম এবং ১টি কমন বাথরুম রয়েছে। সামনে লেক এবং লেকের পাড়ে বসার বেঞ্চ আছে । এছাড়া পানির সুব্যবস্থা রয়েছে।

বকুল কটেজ

মাধবী কটেজ

পিকনিক স্পট :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে ৪৭ টি পিকনিক স্পট রয়েছে। পিকনিক স্পট গুলো বনাঞ্চলের সবুজ পরিবেশে অবস্থিত। স্বল্প বিশ্রামাগার সুবিধায় ছোট পর্যটক গ্রুপের জন্য খুবই উপযোগী। এখানে পর্যটকের জন্য সাধারণ মানের শৌচাগার ও পানির সুবিধা রয়েছে। খোলা প্রান্তরে রান্না ও ভোজনের মাধ্যমে পর্যটকদের পরিপূর্ণ আনন্দ লাভের সুযোগ রয়েছে।

পলাশ পিকনিক স্পট : এতে ১টি রুম, ষ্টোর রুম ও ১টি বাথরুম রয়েছে। ৩নং গেইট সংলগ্ন কটেজ অরণ্য ঘেরা।

পিকনিক স্পট "পলাশ"

পিকনিক স্পট "বনশ্রী"

সোনালু পিকনিক স্পট : এতে ১টি রুম, ১টি বাথরুম রয়েছে। সামনে চম্পা লেক, বিশাল খোলা মাঠ এবং অরণ্য ঘেরা।

শিমুল পিকনিক স্পট : এতে ২টি রুম ও ২টি বাথরুম রয়েছে। লেক ও অরণ্য বেষ্ঠিত এ কটেজ পর্যটকদের অবকাশ যাপনের জন্য খুবই উপযোগী।

পিকনিক স্পট "অবসর"

অবকাশ পিকনিক স্পটের পার্শ্ববর্তী সাংস্কৃতিক অঙ্গণ

মিনি চিড়িয়াখানা :

মিনি চিড়িয়াখানা

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে একটি মিনি চিড়িয়াখানা তথা হরিণ প্রজনন কেন্দ্র আছে। এতে চিত্রল হরিণসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী রয়েছে। নির্ধারিত ফি (২.০০ টাকা) প্রদান সাপেক্ষে দর্শনার্থীগণ চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করতে পারেন।

শিশু পার্ক :

জাতীয় উদ্যানে আগত শিশুদের চিত্ত বিনোদনের জন্য একটি ছোট শিশু পার্ক রয়েছে। এটি উদ্যানের ৪(চার) নং গেট রবাবর রজনীগন্ধা বন বিশ্রামাগারের নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থিত। শিশু পার্কে শিশুদের জন্য দোলনা, স্লিপারসহ বিভিন্ন খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে। নির্ধারিত ফি (২.০০) প্রদানপূর্বক শিশু পার্কে বিভিন্ন রাইড ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে।

শিশু পার্ক

ওয়াচ টাওয়ার :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে ৬০(ষাট) ফুট ও ৪০ ফুট উচ্চতা বিশি দুইটি ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে। উদ্যানের ৩ ও ৪নং গেট বরাবর এই ওয়াচ টাওয়ারের অবস্থান। নির্ধারিত "ফি" (২.০০ টাকা) প্রদান সাপেক্ষে উক্ত টাওয়ারে আরোহন করে দর্শনার্থীগণ পুরো পার্কের নৈঃসর্গিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারেন।

সুউচ্চ ওয়াচ টাওয়ার-১

সুউচ্চ ওয়াচ টাওয়ার-২

নৌ বিহার :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে ৬(ছয়) কিলোমিটার দীর্ঘ খননকৃত লেক রয়েছে। পার্কের ভিতরের এই শাপলা সুশোভিত কৃত্রিম লেক পার্ককে যেমন দর্শণীয় ও আর্কষণীয় করেছে তেমনি বিভিন্ন ধরণের নৌকা ভ্রমনের মাধ্যমে আনন্দ লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। লেকে নৌ বিহার জাতীয় উদ্যানের একটি অন্যতম আকর্ষণ। নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে দর্শনার্থীগণ লেকে নৌ বিহার করতে পারেন।

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের লেকে নৌকা ভ্রমণ

নৌকা ভ্রমনে ভাড়ার হার : ছোট নৌকা - ২০ টাকা / ঘন্টা, মাঝারী নৌকা - ৪০ টাকা / ঘন্টা, বড় নৌকা - ৬০ টাকা / ঘন্টা

বড়শিতে মাছ ধরা :

লেকে মাছ শিকাররত পর্যটক

ভ্রমন পিপাসুদের জন্য লেকে দিনমান বড়শিতে মাছ ধরার সুযোগ রাখা হয়েছে। প্রতিবছর লেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্তি করা হয়। ছিপে বিশালকৃতির মাছ আটকিয়ে পর্যটকগণ অনাবিল আনন্দ লাভ করেন। মাছ ধরার জন্য ছিপ প্রতি প্রতিদিন ৩০০/= টাকা ফি পরিশোধ করতে হয়।

ক্যান্টিন :

দর্শনার্থীদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য কেনা কাটার জন্য জাতীয় উদ্যানের ৩নং ও ৪নং গেইট অভ্যন্তরে দুইটি ক্যান্টিন রয়েছে। ক্যান্টিনে চিপস, বিস্কুট, চানাচুরসহ বিভিন্ন ধরণের স্ন্যাকস্ ও পানীয় পাওয়া যায়। অনুমোদিত মুল্য তালিকা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইজারাদার ক্যান্টিন পরিচালনা করে থাকেন। ফরমায়েশের মাধ্যমে অগ্রিম বুকিং দিয়ে পর্যটকগণ নির্দিষ্ট সময়ে খাবার সরবরাহ পেতে পারেন।

ক্যান্টিন- তৃপ্তি

ক্যান্টিন- নবান্ন

গণশৌচাগার :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের কোর এলাকার বিভিন্ন জোনে পর্যটন মৌসুমে আগত বিপুল সংখ্যক পর্যকটদের জন্য পর্যাপ্ত গণশৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। পুরুষ ও মহিলা পর্যটকগণ নিদিষ্ট ফি পরিশোধ করে এ সকল গণশৌচাগার ব্যবহার করতে পারেন। ইহাছাড়া পর্যটকদের জন্য টিকেট কাউন্টার, গোলঘর ও নিরাপত্তার জন্য সেন্ট্রিপোষ্ট তৈরি করা হয়েছে।

প্রফুল্ল - গণশৌচাগার (পুরুষ/মহিলা)

সিনেমা শুটিং :

সিনেমা শুটিং

নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে সিনেমা ও নাটকের শুটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। শুটিং এর জন্য নির্ধারিত ফি ৫,০০০/=টাকা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনন্য নিদর্শন ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান সিনেমা ও নাটকের শুটিং এর জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান।

মসজিদ :

জাতীয় উদ্যানের মসজিদ

দর্শনার্থীদের মধ্যে মুসলিম দর্শনার্থীগণ যাতে সময়মত নামাজ আদায় করতে পারেন সে জন্য জাতীয় উদ্যানের প্রধান ফটকের (৩নং গেট) পার্শ্বে একটি সুন্দর মসজিদ রয়েছে। মসজিদে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও শুক্রবার জুম্মার নামাজের আয়োজন করা হয়। মুসল্লী এবং পর্যটকদের দানে মসজিদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ঘোড়ার গাড়ী :

পর্যটকদের চিত্তবিনোদনের জন্য ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে ঘোড়ার গাড়ী চড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সবুজ বনে ও উদ্যানের অভ্যন্তরীণ রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী চড়ার আনন্দ পর্যটকদেরকে বিশেষ করে শিশু কিশোরদেরকে যেন রূপকথার রাজকুমারের কথা মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া শিশুরা ঘোড়ার গাড়ী চড়ে বিপুল আনন্দ উপভোগ ও নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে।

ঘোড়ার গাড়িতে ভ্রমন

জাতীয় উদ্যানে হাইকিং :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্তরে হাইকিং ট্রেইল

লেকের পাশে ফুট ট্রেইল

জাতীয় উদ্যানের কোর এলাকে মোট ৬টি জোনে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি জোনে পর্যটকদের জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে পাকা রাস্তা, হেরিং বোন রাস্তা, দুটি হাইকিং ট্রেইল ইত্যাদি দিয়ে জোনগুলোকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে প্রধান ৪টি পায়ে হাটার পথ বা হাইকিং ট্রেইল রয়েছে, যেগুলোতে হাঁটতে হাঁটতে প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব করা সম্ভব। হাঁটার সময়ের উপর ভিত্তি করে এ পায়ে হাঁটা পথগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। ইহা ছাড়া ৬ কি.মি. লেকের চারদিকে সবুজ পরিবেশে প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে ফুট ট্রেইল। বর্তমানে দুটি ট্রেইল সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

ক্রঃ নং	ফুট ট্রেইলের নাম	ফুট ট্রেইলের দৈর্ঘ্য (যাওয়া আসা)	হাইকিং সময়
১	স্লুইচ গেট থেকে কেয়া কটেজ পর্যন্ত	২ কি.মি.	৪০ মিনিট
২	ওয়াচ টাওয়ার থেকে স্লুইচ গেট পর্যন্ত	১.৪ কি.মি.	৩০ মিনিট
৩	২নং গেইট থেকে পক্ষী অভয়ারণ্য পর্যন্ত	৩.০ কি.মি.	৯০ মিনিট
৪	অবসর ২নং স্পট থেকে ধলি পুকুর পাড় পর্যন্ত	২.৪ কি.মি.	৫০ মিনিট

খেলাধুলা, হৈ চৈ ও আড্ডা :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান পিকনিক ও অবকাশ যাপনের জন্য একটি উৎকৃষ্ট স্থান। এখানে রয়েছে সুবিশাল খেলার মাঠ। প্রতিটি বিশ্রামাগারের সাথে থাকা খেলার মাঠে খেলাধুলা, পিকনিক হৈ চৈ ও আড্ডা দেওয়ার জন্য রয়েছে উপযুক্ত ব্যবস্থা। পর্যটকগণ সুন্দরভাবে,পরিচ্ছন্ন পরিবেশে এই সকল মাঠে অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারে।

জাতীয় উদ্যানে খেলার মাঠ

কৃত্রিম লেক :

পার্কের ভিতরে মূলত চম্পা, অর্কিড ও জেসমিন রেস্ট হাউসকে কেন্দ্র করে মোট ৬.০০ কি.মি. কৃত্রিম লেক খনন করা হয়েছে। এই কৃত্রিম লেক জাতীয় উদ্যান এলাকাকে যেমন দর্শনীয় করেছে তেমনি দর্শনার্থীদের জন্য নৌ বিহারের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। খননকৃত আকাঁ বাঁকা লেকে বিভিন্ন প্রজাতির পদ্ম ফুলের সমারোহ ইহাকে আর্কষণীয় করেছে। সৌখিন মাছ শিকারিদের জন্য নিদিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে লেকে বড়শি দ্বারা মৎস শিকারের ব্যবস্থা রয়েছে। লেকে নৌকা ভ্রমণ, নৌকায় আহরণ ও অবতরণ সুবিধার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে Boat Landing Station.

কৃত্রিম লেক

নৌকা ভ্রমণের ঘাট

পক্ষী অভয়ারণ্য :

জাতীয় উদ্যানের ১নং ও ২ নং এলাকা থেকে ২ কি: মি: দূরবর্তী পূর্ব-দক্ষিণ কোণে বিশাল দীঘি ও লেক এলাকায় পক্ষী অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ফুট ট্রেইল নির্মাণ করে এ অভায়ারণ্যে পর্যটকদের যাতায়াত সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে।

পদ্ম পুকুর :

জাতীয় উদ্যানের অভ্যন্তরে খননকৃত পুকুরে জাতীয় ফুল শাপলাসহ সাদা ও গোলাপী পদ্ম রোপণ করা হয়েছে। মৌসুমে এসব ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে আকর্ষণীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করে। জাতীয় উদ্যানের ধলিপুকুর, আনন্দ পুকুর এবং মালঞ্চ পুকুর পাড়ে পর্যটকগণ কিছু সময় কাটিয়ে অপার আনন্দ লাভ করেন।

শাপলা/পদ্ম পুকুর

অর্কিড হাউজ :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে অর্কিডের অসংখ্য প্রজাতি রয়েছে। অর্কিড বৈচিত্র্যপূর্ণ আকৃতির জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত। ব্যক্তিক্রমী ও বৈচিত্র্যময় এ উদ্ভিদ শিক্ষার্থী, গবেষকসহ সকল প্রকৃতি প্রেমির কাছে খুবই আর্কষণীয়। ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের অর্কিড হাউজে বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিড সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

অর্কিড হাউজ

গোলাপ বাগান :

জাতীয় উদ্যানের প্রতিটি ভিআইপি বিশ্রামাগারের সামনে রয়েছে সুবিন্যস্ত ও দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন শোভাবর্ধনকারী ফুলের বাগান। ইহা ছাড়াও ৬ নং গেইট এলাকায় ও শাপলা বিশ্রামাগার এলাকায় রয়েছে সুপরিসর গোলাপ বাগান। এই সব গোলাপ বাগানে পর্যটকগণ পরিবার পরিজন নিয়ে ছবি তুলতে পারেন এবং সময় কাটাতে পারেন।

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের ফুলের বাগান

গবেষণার ক্ষেত্র :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে গাছপালা বৃদ্ধিতে ভুমিকা রাখছে। বনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পাশাপাশি সংরক্ষিত হচ্ছে জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ প্রজাতি এর ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে যা জীববৈচিত্র্য শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কাজ করছে।

প্রজাপতি গবেষণা পার্ক :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের গবেষণা সেল (EBBL-Environment Biology and Biodiversity Laboratory) এবং বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ২০০৭ সালে প্রজাপতি গবেষণা পার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বন বিভাগ ২০০৭ সালে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে প্রজাপতি ও প্রজাপতি সম্পর্কিত উদ্ভিদের উপর বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষা ও গবেষণার জন্য ১০ একর ভূমি ১০ বছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহারের অনুমতি দেয়। পার্কের চারদিকে ৯টি প্রজাতির গাছের সমন্বয়ে একটি ঝোপের দেয়াল তৈরী করেন। এই ঝোপের দেয়ালটি প্রজাপতি বসবাসের জন্য উপযোগী। পার্কের ভেতরে প্রজাপতির খাদ্য উপযোগী ৩৫টি গোত্রের ১৬৮টি প্রজাতির প্রায় ৫১০০০টি গাছের ৩২টি বিভিন্ন আকৃতির বেড তৈরী করেন। প্রজাপতি পার্কে ৮টি গোত্রের ২৪৯টি প্রজাতির ৪৭২৫০টি প্রজাপতির বিভিন্ন পর্যায় যেমন - ডিম, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি আছে।। উন্মুক্ত প্রজাপতি পার্ক হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে তৈরী পার্ক যেখানে তিন ধরনের উদ্ভিদ যেমন নেকটার,পোষক ও আশ্রয়ী উদ্ভিদের সমন্বয় যা প্রজাপতির বসবাসের জন্য উপযোগী। বিগত ১লা জুন/২০১২ তরিখে ''উন্মুক্ত প্রজাপতি গবেষণা পার্ক" ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের থিসিস, এম.ফিল ও পিএইচডি পর্যায়ের গবেষক দল গত ১২ বছরেরও বেশী সময় ধরে প্রজাপতি ও জীববৈচিত্র্যের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করে আসছেন। গবেষণা পার্কে শিক্ষার্থীগন প্রজাপতি সর্ম্পকিত উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত থাকে। এছাড়া ও এই পাক "ইকোট্যুরিজম" প্রসারেও ভুমিকা রাখছে। এই কেন্দ্রের গবেষকগণ দীর্ঘদিন যাবৎ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে ''প্রজাপতি জলবায়ু পরিবর্তন নিরুপনের জৈব নির্দেশক"। উদ্ভিদের ঔষধি গুনাবলী নিরূপণে প্রজাপতির ভুমিকা অপরিসীম। ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে বেড়াতে আসা ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য এই পার্ক একটি বাড়তি আর্কষণ। শিক্ষা ও গবেষণা ছাড়াও অনেকের জন্য এটা আনন্দের খোরাক যোগাচ্ছে।

কাছিমের আবদ্ধ প্রজনন কেন্দ্রঃ

আর্ন্তজাতিক ভিয়েনা জু এবং টার্টল সারভাইভাল এলায়েন্স অব ইউ এস কেন্দ্র এর অর্থানুকুলে কারিনাম (CARINAM) বাংলাদেশ ও বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের মিনিচিড়িয়াখানা সংলগ্ন পুকুরে বাটাগুর প্রজাতির কাছিমের আবদ্ধ প্রজনন (Captive breeding) কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রম আরো কয়েকটি সংস্থা ও ব্যক্তির আর্থিক, কারিগরী ও পরামর্শ সহায়তায় রয়েছে। জানুয়ারী ২০১৩ থেকে কাছিমের প্রজনন কার্যক্রম কারিনাম থেকে আইউসিএন বাংলাদেশের উপর ন্যস্ত হয়। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এই কার্যক্রমের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে কাজ করছে। *Batagur baska* উপকূলীয় এলাকার একটি কচ্ছপ প্রজাতি। প্রাকৃতিক আবাসস্থলে এটি একটি বিলুপ্ত প্রায় কচ্ছপ প্রজাতি।

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের কচ্ছপ প্রজনন কেন্দ্র

এক দশকের বেশী সময় ধরে বাংলাদেশ ও ভারতের সুন্দরবন সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় এটি দেখা যায় না বা জেলেদের জালে ধরা পড়ে নাই। উপকূলীয় এলাকার কোন কোন জেলা যেমন নোয়াখালী, বরিশাল ও খুলনায় বাড়ির পুকুরে এটি সংরক্ষণের তথ্য পাওয়া যায়। ঐ সব এলাকার জনসাধারণ ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে পূর্বপুরুষ থেকে তাদের পুকুরে বাটাগুর প্রজাতির বিলুপ্ত প্রায় কাছিম সংরক্ষণ করে আসছে। যদিও সুন্দরবনের পাশ্ববর্তী এলাকার বাজারে অন্যান্য প্রজাতির কাছিম বিক্রয় করতে দেখা গেছে কিন্তু ধর্মীয় রীতির কারণে *Batagur baska* প্রজাতির কাছিম কোথাও বিক্রয় করতে দেখা যায় নাই। বন বিভাগ ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের মিনি চিড়িয়াখানা সংলগ্ন দুইটি পুকুর ২০১০ সালে *Batagur baska* প্রজনন প্রকল্পকে হস্তান্তর করে। দুটি পুকুর ব্রিডিং এর জন্য নির্বাচিত করা হয়। *Batagur baska* প্রকল্পের পক্ষ থেকে সেগুলি পুনঃ খননের মাধ্যমে ২ফুট থেকে ৮ ফুট পর্যন্ত গভীরতা বাড়ানো হয় একটি পুকুরের পাড় বালি দ্বারা পূর্ণ করা হয় যাতে মাদি কাছিম ডিম পাড়তে পারে। বৃহত্তর নোয়াখালী, খুলনা ও বরিশাল উপকূলীয় তিন জেলা হতে মোট ১৯টি বাটগুর ২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়। তার মধ্যে ৫টি মাদি এবং বাকিগুলি পুরুষ কাছিম। এর মধ্য থেকে ৯টি (৫টি মাদি ৪টি পুরুষ কাছিম) প্রজনেনর জন্য। ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের পুকুরে ছাড়া হয় প্রথম পর্যায়ে ২০১২ জুন মাসে ৯২টি ডিম থেকে ২৬টি বাচ্চা পাওয়া যায়। ২০১৪ সালে মোট ১১১টি ডিম পাওয়া যায়।

বর্তমানে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের বাটাগুর প্রকল্পে বড় কাইট্টা প্রজাতির পূর্ণবয়স্ক মোট কাছিমের সংখ্যা ২০টি। এর মধ্যে পুরুষ ১৪টি ,স্ত্রী ৬ টি ,বিভিন্ন বয়সী বাঁচ্চা কাছিমের সংখ্যা ১০৬টি। বর্তমানে হার্ডেলা ও মরিনিয়া প্রজাতির মোট ৪টি কাছিমের উপর গবেষণা চলছে।

বড় কাইট্টা প্রজনন কেন্দ্র

ঘড়িয়াল সংরক্ষণ কেন্দ্র :

ঘড়িয়াল বাংলাদেশ থেকে দ্রুত হারিয়ে যেতে বসেছে। নদ-নদীর নাব্যতা হ্রাস, পানি প্রবাহ কমে যাওয়া ও দূষণ ইত্যাদি কারণে ঘড়িয়াল এখন বিলুপ্ত প্রায়। পদ্মা নদীতে এখনও জেলেদের জালে মাঝে মাঝে ঘড়িয়াল আটকা পড়ে। বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রায় ২টা ঘড়িয়াল বর্তমানে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের পুকুরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। পুকুর পাড়ে ঘড়িয়ালের রোদ পোহানের দৃশ্য পর্যটকদের নিকট বেশ আকর্ষণীয়।

ঘড়িয়াল অবমুক্ত করছেন
বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী অঞ্চল

উদ্যানে বন্যপ্রাণী অবমুক্তকরণ

উন্নয়ন পরিকল্পনা :

বর্তমানে ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্কের উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রটেকশন প্রজেক্ট এবং বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্পে পর্যটকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের অধিকতর উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান এলাকার অখন্ডতা বজায় থাকবে এবং পর্যটকদের চলাফেরা ও বিনোদনের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত হবে।

উপসংহার :

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান একটি সংরক্ষিত এলাকা। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পর্যটকদের চিত্ত বিনোদন ও গবেষকদের গবেষণার বিপুল সম্ভাবনা এ উদ্যানে রয়েছে। ২০০৮ সাল হতে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, ঢাকা জাতীয় উদ্যানের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে আসছে।

সুউচ্চ টাওয়ার থেকে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান

আর্কিটেকচারাল ভিউ সম্বলিত অর্কিড বিশ্রামাগারের একাংশ

বিশ্রামাগারের সুদৃশ্য প্রবেশ পথ

নবনির্মিত ফুট ট্রেইল

রাতে মোহনীয় চম্পা বিশ্রামাগার

বিশ্রামাগারের নিচে সকল ঋতু উপযোগী ডাইনিং সুবিধা

শাপলা বিশ্রামাগারে পার্শ্ববর্তী সাংস্কৃতিক অঙ্গণ

জাতীয় উদ্যানের সবুজ প্রকৃতি

পথ নির্দেশনা ঃ

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের 'গাইড ম্যাপ'

(স্কেল অনুযায়ী নয়)

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, ঢাকা

ভি.ভি.আই.পি-দের পরিদর্শন

বিশ্রামাগারে মিটিং রুম

ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের নবনির্মিত পার্ক অফিস

লেকের পাড়ে শান বাঁধানো ঘাট

নির্জনে কিছুক্ষণ